যোয়েল গ্রন্থ এবং লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ - সংখ্যা তেতাল্লিশ

Jeff Pippenger
2026-02-09

সংখ্যা তেতাল্লিশ

আশি জন মানব পুরোহিতের সঙ্গে ঈশ্বরীয় মহাযাজকের সমন্বয়ের প্রতীক হলো “৮১” সংখ্যা; এবং বই Early Writings-এ “মিলারের স্বপ্ন” আমরা “৮১”-তেই পাই। প্রকাশিত বাক্যের “৮১”-এ আমরা দেখি যে, যখন একেবারে সর্বশেষে মোহরটি খোলা হয়, তখন স্বর্গে আধঘণ্টা নীরবতা বিরাজ করে। হাবাক্কূক ২:২০ বলে যে, প্রভু যখন তাঁর পবিত্র মন্দিরে বিরাজমান, তখন সমগ্র পৃথিবী নীরব থাকুক।

> আর যখন তিনি সপ্তম মোহর খুললেন, তখন স্বর্গে প্রায় অর্ধ-ঘণ্টার জন্য নীরবতা ছিল। প্রকাশিত বাক্য ৮:১।

ত্রিশ দিনের মধ্যে সপ্তম মোহরের উন্মোচন সংঘটিত হয়, কারণ সেটিই চূড়ান্ত মোহর। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ ইজেকিয়েলের অস্থিগুলির পুনরুত্থানের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তারপর খ্রিষ্ট চল্লিশ দিন ধরে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। সেই তারিখটি ১৮ জুলাই, ২০২০-র হতাশার পর থেকে ১,২৬০ দিনের সমাপ্তি চিহ্নিত করেছিল, এবং যোহন প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে আমাদের জানান যে, মন্দির পরিমাপ করতে হবে, কিন্তু অঙ্গনটি বাদ রাখতে হবে। বিচ্ছুরণের সমাপ্তির সঙ্গেই অঙ্গনের পরিসমাপ্তি ঘটে, কারণ যোহন জানান যে ১,২৬০ দিন অঙ্গন, অর্থাৎ অজাতীয়দের, কাছে অর্পিত হয়েছে। পরিমাপের সময় সেই ইতিহাসটি বাদ দিতে হবে।

মিলার যখন জেগে ওঠেন এবং ধূলি পরিষ্কার করার ব্রাশধারী ব্যক্তিটিকে দেখেন, তখন কক্ষটি শূন্য, এবং যখন তিনি কণ্ঠ উঁচু করেন, মিলার তখনও অরণ্যে আছেন। পুনরুত্থানের ইতিহাস থেকে রবিবারের আইনের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত, খ্রিস্ট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দির নির্মাণ করছেন, যেমন তিনি ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত ছেচল্লিশ বছর করেছিলেন।

তিনি শিক্ষাদান আরম্ভ করলে, তিনি তাঁর মন্দিরে কার্যরত থাকেন, বিশেষত ত্রিশ দিনের সেই সময়ে। তখন স্বর্গদূতেরা ত্রিশ মিনিট নীরব থাকেন, যখন তিনি তাঁর তিনশত মিলারাইট প্রচারক-যাজকগণকে শিক্ষা দিচ্ছেন, অথবা তাঁর গিদিয়োনের তিনশত-সংখ্যক সৈন্যদলকে, অথবা যখন তিনি তিনশতটি ১৮৪৩ সালের চার্ট প্রকাশ করছেন; এবং খামিরবিহীন রুটির সমাপ্তি থেকে তূরীর বার্তা পর্যন্ত ঐ ত্রিশ দিনব্যাপী তিনি এ সবই করেন। তিনি মিলারের কক্ষের মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছেন, কিন্তু সেটি তাঁরই মেঝে; অতএব মিলারের কক্ষই তাঁর মন্দির। তিনি বিলোপের কাজ সমাপ্ত করছেন—যাঁরা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রার্থী হিসেবে আহ্বানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁদের পাপসমূহ অথবা তাঁদের নামসমূহের।

স্বর্গারোহণের পাঁচ দিন পূর্বে এবং বিচারের দশ দিন পূর্বে যে তূর্য-বার্তা আসে, সেটিই লিটমাস পরীক্ষা। স্বর্গ নীরব থাকে যে ত্রিশ মিনিটে যা ঘটে, অথবা খ্রিষ্ট যাজকগণকে শিক্ষা দেন যে ত্রিশ দিনে যা ঘটে—তার ফলেই, তূর্য, স্বর্গারোহণ ও বিচার—এই তিনটি ধাপের মধ্যে যখন মোহর অঙ্কিত হয়, তখন পর্যন্ত দুটি শ্রেণি ইতিমধ্যেই গঠিত হয়ে

থাকে। এটি অনুধাবন করা সহজ।

যদি তুমি সেই পর্যায়ে পৌঁছাও যেখানে তোমার তূরী বাজিয়ে বার্তা শোনানোর কথা, এবং তুমি সেই বার্তা শোনাতে অস্বীকার কর—তবে তুমি ব্যর্থ হও।

‘তূর্যধ্বনি, আরোহণ ও বিচার’—এই তিন ধাপ একটি পথচিহ্নের তিনটি পর্ব, যেমন ইতিহাসের সূচনালগ্নে ‘মৃত্যু, সমাধিস্থকরণ ও পুনরুত্থান’-এর দ্বারা একটি পথচিহ্ন প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। অন্তিম পর্যায়ের তিন-ধাপের পরীক্ষা লিটমাস পরীক্ষা, যা পেন্টেকস্টের রবিবার আইনের পাঁচ দিন আগে সংঘটিত হয়।

পুনরুত্থানের পাঁচ দিন পর খামিরবিহীন রুটির উৎসবের সমাপ্তি উপনীত হয়, এবং সেই পবিত্র সমাবেশে ২০২৪ সালের প্রথম ও ভিত্তিগত পরীক্ষাটিকে চিহ্নিত করে। আপনি কি স্বর্গীয় অন্ন ভক্ষণ করবেন, নাকি মানবীয় যুক্তির অন্ন? ঐ পরীক্ষা ২০২৪ সালে এসে পৌঁছায়, এবং আদম ও হবা, নিমরোদ, হারুন, যেরোবোয়াম, কোরহ ও তার বিদ্রোহীরা, মিলারীয় ইতিহাসের প্রোটেস্ট্যান্টরা, জন হার্ভে কেলগের আলফা বিদ্রোহ, ১৮৮৮ সালের বিদ্রোহ এবং অবশ্যই ৯/১১-র বিদ্রোহ—এদের ভিত্তিগত বিদ্রোহসমূহে তা রূপ-প্রতীকে পূর্বেই চিহ্নিত হয়েছিল। কাইনের ভিত্তিগত বিদ্রোহটি সমগ্র ভিত্তিগত বিদ্রোহপরম্পরা জুড়ে ভ্রাতার প্রতি ঈর্ষার বিষয়টিকেই বহন করে।

ভিত্তিমূলক বিদ্রোহের সকল দৃষ্টান্তই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; তবে কিছু—যেমন ১৮৮৮ সালের বিদ্রোহীরা এবং কোরহের বিদ্রোহীরা—এই সত্যটিও অন্তর্ভুক্ত করে যে নির্বাচিত বার্তাবাহক নিজেই পরীক্ষার অংশ। রোমই দানিয়েল ১১:১৪-এর দর্শন প্রতিষ্ঠা করে—এই মর্মে মিলারের সনাক্তকরণকে প্রত্যাখ্যান করা, বার্তা ও বার্তাবাহক উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করা। এই পরীক্ষা ভিত্তিমূলক, কারণ শুধু পিতা মিলারই চতুর্দশ পদের লুটেরাদের রোম বলে সনাক্ত করেননি, মিলারের পুত্রও তাই করেছিলেন।

২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পুনরুত্থানের পাঁচ দিন পর, মিলারের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষাদান-সেবার ভার যোহনের পরে যিনি এসেছিলেন, তিনি গ্রহণ করলেন। ত্রিশ দিন ধরে মন্দিরে উপাসনাকারীদের প্রতি খ্রিস্ট কর্তৃক "মুখোমুখি" বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা হবে। ঐ প্রস্তুতির লক্ষ্য ছিল আশি জনের এক পুরোহিতবর্গকে প্রস্তুত করা, যাতে তারা তূরীধ্বনির উৎসবের সতর্কবার্তা ঘোষণা করে।

ত্রিশ দিনব্যাপী সেই প্রস্তুতিটি আরম্ভে এক ভিত্তিমূলক প্রথম পরীক্ষা এবং সমাপ্তিতে এক দ্বিতীয় মন্দির পরীক্ষা নিয়ে গঠিত। তূর্যসমূহ ধ্বনিত হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় মন্দির পরীক্ষা সমাপ্ত হয়, এবং এই বিবরণটি তাই মিলারের স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়েছে, যখন খ্রীষ্ট রত্নসমূহ রত্নপেটিকায় নিক্ষেপ করলেন। তিনি এ কার্য সম্পন্ন করার পরেই মিলারকে “এসো এবং দেখো” বলে আহ্বান করেন। তূর্যধ্বনির সতর্কবার্তা থেকে বিচার-অভিমুখী আরোহণ পর্যন্ত সময়পরিসরে রবিবার-আইনের পূর্বেই পতাকা উত্তোলিত হয়। “এসো এবং দেখো” বলে মিলারকে আহ্বান করা হবার পূর্বে সমস্ত রত্ন মন্দিরেই অবস্থান করে, এবং যখন দুই সাক্ষী মেঘমালায় উত্তোলিত হন, তখন তাঁদের শত্রুগণ তাঁদের দর্শন করে।

ইসলামের পক্ষ থেকে এক আক্রমণ সম্পর্কে তাদের যে ভবিষ্যদ্বাণী ২০২০ সালে ব্যর্থ হয়েছিল, তা সংশোধনের পর পুনরাবৃত্ত হবে, যেমনটি স্নোর ‘প্রকৃত’ মধ্যরাত্রির আর্তনাদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। মিলারের এমন একটি ধারণা ছিল, যাকে তিনি ‘মধ্যরাত্রির আর্তনাদ’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন; কিন্তু স্যামুয়েল স্নো মিলারের সেই মধ্যরাত্রির

আর্তনাদের বার্তাটিকে সংশোধন করেন, এবং এই কারণেই মিলারাইট ইতিহাসে স্নোর মধ্যরাত্রির আর্তনাদের বার্তাকে ‘প্রকৃত’ মধ্যরাত্রির আর্তনাদ বলা হয়। মধ্যরাত্রির আর্তনাদের বার্তাটি এক সংশোধিত বার্তা, এবং সেই সংশোধনের দ্বারাই তা শক্তিপ্রাপ্ত হয়।

> "হতাশ ব্যক্তিরা শাস্ত্র থেকে দেখল যে তারা প্রতীক্ষার কালে ছিল, এবং তাদের ধৈর্যসহকারে দর্শনের পরিপূর্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যে একই প্রমাণ তাদের ১৮৪৩ সালে তাদের প্রভুকে খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই একই প্রমাণ তাদের ১৮৪৪ সালে তাঁর প্রত্যাশা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।" Early Writings, 247.

প্রপঞ্চটি ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের পর্বের সমাপ্তিতেও যেমন, সূচনাতেও সংঘটিত হয়েছিল। যোশিয়া লিচ ১৮৪০ সালে ইসলাম-সম্পর্কিত একটি পরিপূরণ ঘটবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তিনি ১৮৩৮ সালে তাঁর পূর্বাভাসটি প্রকাশ্য নথিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এবং ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টের দশ দিন পূর্বে তা সংশোধন করেছিলেন। সংশোধিত পূর্বাভাসের পরিপূরণ প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকে সবল করেছিল। দ্বিতীয় বার্তাটি মধ্যরাত্রির আর্তনাদের সংশোধিত বার্তার দ্বারা সবল করা হয়েছিল। একই ইতিহাস থেকে দুই সাক্ষী—একজন আলফা-সাক্ষী এবং একজন ওমেগা-সাক্ষী। তারা একত্রে পূর্ববর্তী বার্তার সংশোধনের ভিত্তিতে কোনো বার্তার সবলীকরণকে চিহ্নিত করে।

আলফা ইসলামের একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে চিহ্নিত করে, আর ওমেগা একটি ‘বন্ধ দ্বার’-সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীকে চিহ্নিত করে। পংক্তির পর পংক্তি, ১৮৪০ সালে ইসলাম এবং ১৮৪৪ সালে ‘বন্ধ দ্বার’, এই ধারাবাহিকতা ‘মধ্যরাত্রির আর্তধ্বনি’র বার্তা হিসেবে ইসলাম ও ‘বন্ধ দ্বার’কে চিহ্নিত করে। বার্তার সূচনাতেই ইসলাম অবমুক্ত হয়, খ্রিস্টের বিজয়ময় প্রবেশের ন্যায়। সে সময় দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে দ্বারটি বন্ধ হয়; তদ্রূপ ঈশ্বরের গৃহের বিচারের ক্ষেত্রেও দ্বারটি রুদ্ধ হয়। বার্তার উপসংহারে, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দ্বারটি রুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম পুনরায় আঘাত হানে।

এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, লেবীয় পুস্তক তেইশ থেকে উদ্ভূত কালরেখাটি শুরুতে পাসওভারের তিনটি ধাপ এবং শেষে পুরোহিতদের তিনটি ধাপ চিহ্নিত করে। পুরোহিতরা রবিবারের আইনের সময় অর্ঘ্যরূপে উচ্চে তোলা হয়, কিন্তু সেই ঘটনার পূর্বেই তারা শুদ্ধ করা হয়। যখন তারা উচ্চে তোলা হয়, তখন তারাই সেই পতাকা; এবং যখন রেখার সূচনায় তিনটি ধাপে খ্রীষ্ট উচ্চে তোলা হয়েছিলেন, তখন তিনি সমগ্র জগতকে নিজের নিকটে আকর্ষণ করেছিলেন। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের উচ্চে তোলা হওয়াই সেই রেখার সমাপ্তি, যা খ্রীষ্টের উচ্চে তোলা হওয়ার মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। শুরু ও শেষে উভয় স্থানে তিন-ধাপবিশিষ্ট এক পথচিহ্ন নির্ধারিত হয়েছে।

আরম্ভে তিনটি পর্যায় রয়েছে, যাহার পর পাঁচ দিন; এবং অন্তে তিনটি পর্যায় রয়েছে, যাহার পর পাঁচ দিন। সেই বিন্দু হইতে বর্ণনাটি অগণিত জনতা সম্বন্ধে, কেননা পুরোহিতত্ব এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পতাকাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাবু-উৎসবের সাত দিন অন্যজাতিদের জন্য এক কালপর্ব। যদি আমরা রবিবার-আইনে আরম্ভ হওয়া অন্যজাতিদের সময়টিকে বর্জন করি, এবং ২০২৩ সালে সমাপ্ত সাড়ে তিন দিনকেও বর্জন করি, তবে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ হইতে শীঘ্র আগত রবিবার-আইন পর্যন্ত পেন্তেকোস্তীয় ঋতুর পঞ্চাশ দিনের মধ্যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দিরটি প্রতিভাসিত থাকে।

পুনরুত্থান হইতে কুমারগণের জন্য পাঁচ দিন, এবং তাহার পরবর্তী ত্রিশ দিন যাজকগণের জন্য। তারপর কুমারগণের কর্তৃক তূর্যবাণীর পাঁচ দিন, এবং চল্লিশ দিন সমাপ্ত হইলে তাহাদের ঊর্ধ্বারোহণের দ্বারা তাহার পরিসমাপ্তি; এর পর বিচার পর্যন্ত পাঁচ দিন, এবং এর পর রবিবারের আইন পর্যন্ত পাঁচ দিন। কুমারগণের প্রতীকরূপে "৫" সংখ্যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পদক্ষেপসমূহ নির্দেশ করে, যাঁহারা কুমার এবং একই সঙ্গে যাজকও।

ত্রিশ দিনের শিক্ষাকালে চূড়ান্ত তথা সপ্তম মোহর অপসারিত হয়, এবং ঐ সময়কালেই মিলার রত্নসমূহের পুনঃস্থাপন প্রত্যক্ষ করেন। "এসো এবং দেখো" প্রথম চারটি মোহরের উপর ভিত্তি করে গঠিত একটি প্রতীকী আহ্বান; অতএব সপ্তম মোহর খোলা হলে মিলারকে "এসো এবং দেখো" বলা হলো, কিন্তু স্বর্গের সকল স্বর্গদূত নীরবে কেবল পর্যবেক্ষণ করলেন। মিলারের স্বপ্নটি রত্নসমূহের মোহরাঙ্কনকে শনাক্ত করছে—যারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার—এবং একই সঙ্গে সেই রত্নসমূহকেও শনাক্ত করছে যেগুলিই মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা। ওই বার্তাই কুমারীগণকে সেই শক্তি প্রদান করে, যার দ্বারা মোহরাঙ্কন সম্পন্ন হয়; এবং ধুলো ঝাড়ার ব্রাশ হাতে থাকা ব্যক্তি সেইজনকে চিহ্নিত করেন, যিনি বার্তাবাহকগণ ও বার্তা—উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করেন।

২০২৪ সাল ভিত্তিমূলক পরীক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে, এবং এখন ২০২৬ সালে মন্দিরের পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছে। আমরা এখন সেই ত্রিশ দিনের সময়কালের মধ্যে আছি, যে সময়ে খ্রিস্ট শিক্ষা দান করছেন, এবং এই সত্যটি অনুধাবন না করা প্রাণঘাতী।

বার্তা ও বার্তাবাহকের স্বীকৃতি ছিল রোম কর্তৃক দর্শনের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বকৃত ভিত্তিমূলক পরীক্ষার একটি উপাদান, এবং এটি এলিয়াহ ও আহাবের কাহিনির একটি উপাদান।

> আর যিহূদার রাজা আসার রাজত্বের আটত্রিশতম বৎসরে, ওম্রির পুত্র আহাব ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব আরম্ভ করিল; এবং ওম্রির পুত্র আহাব শোমরোণে ইস্রায়েলের উপর বাইশ বৎসর রাজত্ব করিল। আর ওম্রির পুত্র আহাব, তাহার পূর্ববর্তী সকলের অপেক্ষা, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অধিক মন্দ করিল। আর এমন হইল যে, নবোতের পুত্র যেরোবোয়ামের পাপসমূহে চলা যেন তাহার নিকটে তুচ্ছই ছিল; তদুপরি সে সিদোনীয়দের রাজা এথবালের কন্যা ইযেবলকে পত্নী করিয়া লইল, এবং গিয়া বালকে সেবা করিল, ও তাহার উপাসনা করিল। আর সে বালের গৃহে—যাহা সে শোমরোণে নির্মাণ করিয়াছিল—বালের নিমিত্তে এক বেদী স্থাপন করিল। আর আহাব একটি উপবন স্থাপন করিল; এবং আহাব ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ক্রোধান্বিত করিতে, তাহার পূর্বে ইস্রায়েলের যে সকল রাজা ছিলেন, তাহাদের অপেক্ষা অধিক করিল। তাহার দিনসময়ে বেথেলীয় হিয়েল যেরিহো নির্মাণ করিল; সে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবীরামে তাহার ভিত্তি স্থাপন করিল, এবং তাহার কনিষ্ঠ পুত্র শেগূবে তাহার দ্বার স্থাপন করিল, সদাপ্রভুর সেই বাক্য অনুসারে, যাহা তিনি নূনের পুত্র যিহোশুয়ার দ্বারা কহিয়াছিলেন। আর গিলাদের অধিবাসীদের মধ্যে হইতে তিষবীয় এলিয়াহ্‌ আহাবকে কহিলেন, ইস্রায়েলের সদাপ্রভু ঈশ্বর জীবিত, যাঁহার সম্মুখে আমি দণ্ডায়মান, আমার বাক্য ব্যতীত, এই বৎসরসমূহে শিশিরও হইবে না, বৃষ্টিও হইবে না। ১ রাজাবলি ১৬:২৯-১৭:১

আহাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলি পাঠ্যাংশের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্য সংযোজন করে। "আটত্রিশ" একটি "উত্থান"কে নির্দেশ করে। আটত্রিশতম বছরে ইস্রায়েলকে "উত্থিত হতে" এবং প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করতে আদিষ্ট করা হয়েছিল।

> এখন উঠো, বললাম, এবং তোমরা জরেদে উপত্যকা পার হও। আর আমরা জরেদে উপত্যকা পার হলাম। আর কাদশে-বার্নয়ো হইতে আমরা যাত্রা করিয়া জরেদে উপত্যকা পার হওয়া পর্যন্ত যে কাল অতিবাহিত হইল, তাহা ছিল আটত্রিশ বৎসর; যতক্ষণ না যুদ্ধ-উপযুক্ত সকল পুরুষের সমগ্র প্রজন্ম শিবিরির মধ্য হইতে বিনষ্ট হইল, যেরূপ সদাপ্রভু তাহাদিগকে শপথ করিয়াছিলেন। ব্যবস্থাবিবরণ ২:১৩, ১৪।

যখন যীশু তাঁকে 'উঠো' বললেন, তখন তিনি আটত্রিশ বছর বয়সী পঙ্গু ব্যক্তিটিকে আরোগ্য করলেন।

> আর সেখানে এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া এক ব্যাধি ছিল। যীশু তাঁহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া, এবং জানিলেন যে তিনি অনেককাল হইতে ঐ অবস্থায় আছেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কি সুস্থ হইতে ইচ্ছা কর? সেই অক্ষম ব্যক্তি উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, জল যখন আলোড়িত হয়, তখন আমাকে পুকুরে নামাইবার জন্য কেউ নাই; কিন্তু আমি যাইতে যাইতে, আরেকজন আমার আগে নেমে পড়ে। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, উঠ, তোমার খাটিয়া তুলিয়া লইয়া চল। তখনই সেই লোক সুস্থ হইল, এবং খাটিয়া তুলিয়া লইয়া চলিল; আর সেই দিনটাই ছিল বিশ্রামদিন। যোহন ৫:৫–৯।

যোশিয়া লিখ ১৮৩৮ সালে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা তিনি ১৮৪০ সালে পরিমার্জন করেছিলেন। ব্যবস্থাবিবরণীতে মোশি যে আটত্রিশতম বছরের উল্লেখ করেন, সেটিই চল্লিশতম বছরও ছিল। যোশিয়া লিখের দ্বি-ধাপীয় প্রক্রিয়াটি তাঁর সমনামী রাজা যোশিয়ার দ্বি-ধাপীয় পুনর্জাগরণের সঙ্গে সমান্তরাল ছিল। আটত্রিশ ও চল্লিশ—এই দুটি সংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক একটি উত্থানকে প্রতিনিধিত্ব করে; এবং ঠিক সেটাই ঘটে সাক্ষীদ্বয়ের ক্ষেত্রে, যখন তাঁদের মেঘের মধ্যে উন্নীত করা হয়।

লিখের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় 'হায়'-এর ইসলামের বার্তার দ্বারাই উত্থাপন সম্পন্ন হয়েছিল। খ্রিস্টের স্বর্গারোহণ দ্বারা চিহ্নিত সেই উত্থাপন ইসলামের তূর্য-বার্তার পরেই আসে। তূর্য, স্বর্গারোহণ ও বিচার—এই পথচিহ্নসমূহের প্রথম দুই ধাপ লিখের মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছিল; এবং লিখের ঐ দুই ধাপকে রাজা যোশিয়ার দ্বি-ধাপীয় পুনর্জাগরণ ও সংস্কার দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছিল। ব্যবস্থাবিবরণীতে আদেশ ছিল উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করতে, এবং রবিবারের আইনের সময় ধ্বজার উত্তোলনও সেই অভিন্ন প্রতিশ্রুতি।

আহাব বাইশ বছর রাজত্ব করেছিলেন; অতএব তিনি সেই কালপর্বে রাজত্ব করেন, যখন দৈবত্ব মানবত্বের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে—যে কালপর্বটি তূর্যবার্তার পূর্ববর্তী ত্রিশ দিনের সময়কাল। আহাবই ট্রাম্প, যিনি অতি নিকট ভবিষ্যতে ইযেবেলকে বিবাহ করবেন। ট্রাম্পের কালপর্বে কেবল এলিয়াহরই বৃষ্টির বার্তা আছে। এই সত্যটি ভিত্তিমূলক, কারণ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনটি হলো রথের উপর রথো পদ্ধতির আন্দোলন; এবং ঐ পদ্ধতি নির্ভর করে এই ভিত্তিমূলক সত্যের উপর যে, পবিত্র ইতিহাসের প্রত্যেক সংস্কার-আন্দোলন দ্বারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সংস্কার-আন্দোলনটি অগ্ররূপে উপস্থাপিত হয়েছে। ঐ সকল আন্দোলনের প্রত্যেকেটিতে নেতৃবৃন্দ পরীক্ষার প্রক্রিয়ার অংশ ছিলেন। প্রত্যেকেবারই।

আহাব যেরোবোয়াম থেকে গণনা করলে সপ্তম রাজা, এবং আমরা বারংবার দেখিয়েছি যে রোববার-আইনের সংকটকালে আহাব রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা দেখিয়েছি যে লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জা ১৮৬৩ সালে যেরিহোকে পুনর্নির্মাণ

করেছিল, যার ফলে হোয়াইট পরিবার তাদের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রকে হারায়, এবং তা রোববার-আইনের সময়কার যেরিহোর প্রতিরূপ স্থাপন করে। ১৮৬৩ রোববার-আইনের প্রতিরূপ।

উক্ত খণ্ডটি প্রতীকের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, যা সময়কালটিকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণ হিসেবে চিহ্নিত করে; এবং সেই সময়কালে হাবাক্কূকের ১৮৪৩ সালের ফলকে স্থাপিত একটি সত্য সম্পর্কে মিলারের উপলব্ধিকে প্রত্যাখ্যান করা মূলগত বিদ্রোহ, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঈশ্বরের মনোনীত বার্তাবাহকের প্রতি অবজ্ঞা—কোরাহের বিদ্রোহীরা ও ১৮৮৮ সালের বিদ্রোহীরা যে একই অজুহাতে দাবি করেছিল, ‘সমস্ত সমাজই পবিত্র’—সেই একই অজুহাতে।

আমরা এখন মন্দিরের সেই পরীক্ষার কালে রয়েছি, যখন স্বর্গের জানালাগুলি একটি ব্যবস্থাপনার দ্বারের সঙ্গে উন্মুক্ত করা হয়। এই ব্যবস্থাপনার দ্বারটি পুরোহিতদের ক্ষেত্রে লাওদিকিয়া থেকে ফিলাদেলফিয়ার পুরোহিতত্বে উত্তরণকে চিহ্নিত করে। এটি মিলারের স্বপ্নের নকল ও সত্য রত্নসমূহের বিচ্ছেদকে চিহ্নিত করে। সেই জানালাগুলি অভিশাপ বা আশীর্বাদের একটিকে চিহ্নিত করে। মালাখি ৩-এ প্রত্যাবর্তনের ওপরেই পরীক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। মিলারের স্বপ্নে পুরোহিতত্ব এবং বার্তা, উভয়েরই পুনঃস্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ১৯ সেই প্রভুর সৈন্যবাহিনীকে চিহ্নিত করে, যা উত্থাপিত হয়, যখন ইসলামের এক তূর্যবার্তার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্তি লাভ করে।

তূর্যের বার্তার লিটমাস পরীক্ষার পূর্ববর্তী পরীক্ষা দ্বিতীয়টি, এবং সেটিই মন্দির-পরীক্ষা। মিলারের স্বপ্ন এক ধরনের দ্বিত্ব উৎপন্ন করে, যা সর্বদা দ্বিতীয় পরীক্ষার সঙ্গেই যুক্ত থাকে; কারণ মিলারের স্বপ্নে রত্নাবলীই বার্তা ও বার্তাবাহক—উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দির-পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে পরবর্তী বৃষ্টির লাইন-উপর-লাইন পদ্ধতির প্রয়োগ। বার্তাসমূহকে সমন্বিত করতে, যাজকগণকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নানাবিধ রেখায় মন্দিরকে অবলোকন করতে হবে। ধূলি-ঝাড়ুধারী লোকটির বৃহত্তর রত্নপেটিকাই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দির, এবং মালাখির ভাণ্ডারও সেই একই। মন্দির-সামগ্রীর মূল-কেন্দ্র হলো বিধিসিন্দুক, যার প্রতি আবরণকারী কেরুববৃন্দ নিরন্তর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, ফলে সকল পবিত্র সত্তার দৃষ্টি-কেন্দ্র এইটিই—এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়। এই ইতিহাসের পবিত্রগণকে মন্দিরের দিকে দৃষ্টি দিতে এবং বিধিসিন্দুকে গভীরভাবে চেয়ে থাকতে হবে।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দিরই লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের বিষয়, এবং সেখানে যে ঐতিহাসিক রেখা উপস্থাপিত হয়েছে, তা খ্রিস্টের যুগে সিস্টার হোয়াইট যাকে “পেন্টেকোষ্টাল ঋতু” বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেই দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেছে। পুনরুত্থান থেকে পেণ্টেকোষ্ট পর্যন্ত—অথবা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত—লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের ভাববাদী রেখা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দিরকে প্রতিনিধিত্ব করে। ঐ ইতিহাসের সূচনা ঘটে তিনটি ধাপবিশিষ্ট এক পথচিহ্নের দ্বারা, যার পরে থাকে পাঁচ দিন; এবং তার সমাপ্তিও ঘটে তিনটি ধাপবিশিষ্ট এক পথচিহ্নের দ্বারা, যার পরে থাকে পাঁচ দিন। আলফা ও ওমেগা—এই দুই ইতিহাসের মধ্যভাগে রয়েছে পুরোহিতদের সিলমোহরকরণের ত্রিশ দিন। সমগ্র রেখাটি শুরু হয় সপ্তম-দিনের সব্বাথ দিয়ে এবং সমাপ্ত হয় সপ্তম-বছরের সব্বাথ দিয়ে। এই পর্যায়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দিরই সেই তরী, যা ৮ আত্মাকে নবায়িত পৃথিবীতে বহন করবে; এবং এটি সেই চুক্তির সিন্দুকও, যা দুই স্বর্গদূত দ্বারা ছায়াবৃত—যেমন ‘পেন্টেকোষ্টাল ঋতু’ দ্বারা

প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পুরোহিতত্বের মন্দিরের উপর ঐ দুই সব্বাথ ছায়ারূপে বর্তমান থাকে।

লেবীয় পুস্তকের তেইশতম অধ্যায়টি সেই পেন্টেকোস্টীয় কালপর্বের অন্তিম প্রকাশকালে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্ব সম্পর্কে, যে কালপর্ব খ্রিষ্টের পুনরুত্থানে সূচিত হয়ে পঞ্চাশ দিন পরে পেন্টেকোস্টের দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পেন্টেকোস্টীয় কালপর্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন লেবীয় পুস্তকের তেইশতম অধ্যায়ের প্রথম বাইশ পদকে শেষ বাইশ পদের সঙ্গে সামঞ্জস্যে স্থাপিত করা হয়। উইলিয়াম মিলারের স্বপ্ন নির্দেশ করে যে ঈশ্বরের বাক্যের রত্নসমূহ উভয়ই—বার্তা এবং বার্তাবাহকগণ।

> আমি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মূল্যবান সুযোগ পেয়েছি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। স্বর্গদূতদেরকে মধ্যগগনে উড্ডীয়মান হিসেবে দেখানো হয়েছে, যারা বিশ্ববাসীর কাছে এক সতর্কবার্তা ঘোষণা করছে, এবং যা পৃথিবীর ইতিহাসের অন্তিম দিনে বসবাসকারী মানুষের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। কেউ এই স্বর্গদূতদের কণ্ঠস্বর শোনে না, কারণ তারা এমন এক প্রতীক যা স্বর্গের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করা ঈশ্বরের জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে। ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা আলোকিত এবং সত্যের মাধ্যমে পবিত্রকৃত পুরুষ ও নারী ক্রমানুসারে এই তিনটি বার্তা প্রচার করেন। লাইফ স্কেচেস, ৪২৯।

স্বর্গদূতগণ ঈশ্বরের সেই জনগণের প্রতীক, যারা স্বর্গদূতের দ্বারা প্রতীকায়িত বার্তাটি প্রচার করে।

> সময় স্বল্প। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাসমূহই বিশ্বকে প্রদেয় বার্তা। আমরা আক্ষরিক অর্থে তিনজন স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শুনি না; তবে প্রকাশিত বাক্যে উল্লিখিত এই স্বর্গদূতেরা এমন এক জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা পৃথিবীতে অবস্থান করবে এবং এই বার্তাসমূহ প্রদান করবে।
>
> যোহন দেখলেন, 'আর এক স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে অবতরণ করল, যার মহা ক্ষমতা ছিল; এবং তার মহিমায় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হলো।' প্রকাশিত বাক্য ১৮:১। সেই কাজটি হলো ঈশ্বরের লোকদের কণ্ঠস্বর, যা বিশ্বের কাছে একটি সতর্কবার্তা ঘোষণা করছে। দ্য ১৮৮৮ ম্যাটেরিয়ালস, ৯২৬।

স্বর্গদূতেরা সেই মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা স্বর্গদূতদের দ্বারা প্রতীকায়িত বার্তাসমূহ প্রদান করেন। উইলিয়াম মিলার বহুবিধ প্রয়োগে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে প্রতীকায়িত হয়েছেন। সেসব প্রয়োগের একটি হলো—মিলারকে তিনি যে প্রথম ও শেষ কাল-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ঘোষণা করতে পরিচালিত হয়েছিলেন, সেগুলির দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। ‘সাত সময়’, অর্থাৎ ২,৫২০ বছর, যা ১৭৯৮ সালে সমাপ্ত হয়েছিল, ছিল মিলারের আলফা আবিষ্কার; এবং ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর ২,৩০০ সন্ধ্যা-প্রভাতের পরিসমাপ্তিতে পবিত্রস্থান পরিশুদ্ধকরণ ছিল মিলারের ওমেগা আবিষ্কার। মিলারাইট ইতিহাস ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত প্রতীকায়িত হয়েছে; এবং যদিও তা প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাস, তবুও সেটিকে সেই ইতিহাসের বার্তাবাহকের নামে অভিহিত করা হয়। মিলারাইট ইতিহাস সূচিত করে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ঘোষণার “কণ্ঠস্বর” ছিলেন মিলার; এবং প্রথম স্বর্গদূত ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর বিচারের সূচনা ঘোষণা করেছিলেন; এবং ১৭৯৮ সালে, ইস্রায়েলের রাজ্যের ‘সাত সময়’কালের ছত্রভঙ্গের

পরিসমাপ্তিতে, সমাপ্তিকালে প্রথম স্বর্গদূত আগমন করেন। ২,৫২০ বছরের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ২,৩০০ বছরের ভবিষ্যদ্বাণী—উভয়েরই প্রতীক হলেন মিলার।

১৭৯৮ সালের প্রথম পথচিহ্ন ঘোষণা করেছিল যে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর ২,৩০০ বছরের সময়কাল শেষ হলে বিচারকার্য আরম্ভ হবে। তারপর প্রভু সপ্তম দিনের সাবাথের সত্যের আলো উন্মোচিত করলেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কর্ম সমাপ্ত করা; সুতরাং তিনি ১৮৫৬ সালে 'সাত সময়' বিষয়ে আরও আলো উন্মোচনের চেষ্টা করলেন, কিন্তু বিশ্বাসের পরিবর্তে বিদ্রোহ প্রকাশিত হলো। 'সাত সময়' হলো মিলারীয় ইতিহাসের আলফা এবং ২,৩০০ হলো ওমেগা।

সাত কালকে সপ্তম-বর্ষের বিশ্রামবর্ষ দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছে এবং ২,৩০০-কে সপ্তম-দিনের বিশ্রামদিন দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছে। মিলারাইটদের ইতিহাস ১৭৯৮ ও ১৮৪৪ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, এবং ১৭৯৮ সাত কালকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর ১৮৪৪ ২,৩০০ বৎসরকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই দুটি বিশ্রাম-বিধান লেবীয়পুস্তক তেইশে উপস্থাপিত ইতিহাসের দুই প্রান্তচিহ্নস্বরূপ। সেই দুটি বিশ্রাম-বিধান দুইটি বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা মিলিত হয়ে একটিই বার্তা গঠন করে। সেই দুটি বার্তা মিলারাইটদের প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ যে লোকেরা ঐ বার্তাগুলি ঘোষণা করে, তারাই সেই বার্তার প্রতীকি স্বর্গদূতদের প্রতিনিধিত্ব করে। ১৭৯৮-এ প্রথম স্বর্গদূতের আগমন ঘটে, এবং ১৮৪৪-এ তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমন ঘটে।

লেবীয়-ব্যবস্থা তেইশ অধ্যায়ে সাতটি উৎসব ও সাতটি পবিত্র সমাবেশ রয়েছে; তবে প্রত্যেক উৎসব পবিত্র সমাবেশ নয়, এবং প্রত্যেক পবিত্র সমাবেশও উৎসব নয়। সমস্ত উৎসব প্রথম ও শেষ পবিত্র সমাবেশের মধ্যে অবস্থান করে; শুরুতে প্রথমটি হল সপ্তম দিবসের সাবাথ, আর শেষে শেষটি হল সপ্তম বর্ষের সাবাথ। উৎসবসমূহের ইতিহাস দুই প্রান্তে সেই দুই সাবাথ দ্বারা সীমাবদ্ধ, যেগুলি উইলিয়াম মিলার ও মিলারাইটদের প্রতিনিধিত্ব করে।

লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের প্রথম বাইশ পদ এবং শেষ বাইশ পদ একত্র করলে পেন্টেকস্টীয় কাল চিহ্নিত হয়। এই দুই অংশকে পরস্পরের সঙ্গে মেলালে যে বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়, তা সম্পূর্ণরূপে দিব্য। উক্ত বিন্যাসের পেন্টেকস্টীয় কাল তিন স্বর্গদূতের তিনটি পদক্ষেপে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করে। এটি "সত্য"-র স্বাক্ষর বহন করে। এটি আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বহন করে। এটি পালমোনির স্বাক্ষর বহন করে। এটি একজন শিক্ষার্থীকে পরমপবিত্র স্থানের হৃদয়স্থলে নিয়ে যায়। এটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দিরকে চিহ্নিত করে। এটি সম্পূর্ণভাবে নতুন করা পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত।

লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের এই সত্যটি এখন লিটমাস পরীক্ষা ও তৃতীয় পরীক্ষার পূর্ববর্তী মন্দির পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে সিলমোহর খোলা হচ্ছে। তৃতীয় স্বর্গদূত ১৮৪৪ সালে আগমন করেছিলেন, এবং পরে ৯/১১-তে আবার, এবং পুনরায় ২০২৩ সালে। ১৮৪৪ সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সময়, বিশ্বস্তদের উচিত ছিল বিশ্বাসের দ্বারা খ্রিস্টকে অনুসরণ করে পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করা। লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায় পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশের পথ, এবং তা মন্দির পরীক্ষার একটি উপাদানকে প্রতিনিধিত্ব করে। যোহনকে মন্দিরটি এবং তার অন্তর্গত উপাসকগণকেও পরিমাপ করতে বলা হয়েছিল।

মিলারের রত্নপেটিকাই মন্দির, আর তার মধ্যে থাকা রত্নসমূহই সেখানে উপাসকগণ। মালাখির ভাণ্ডারঘরই মন্দির, আর সেখানে দশমাংশসমূহই উপাসকগণ। লেবীয় পুস্তকের তেইশ অধ্যায়ের পঙক্তি-পর-পঙক্তি প্রয়োগে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে,

পেন্টেকোস্টের ঋতুটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দিরকে প্রতিনিধিত্ব করে। আরও প্রত্যক্ষভাবে, এটি চুক্তির সিন্দুককে চিত্রিত করে—যেখানে আচ্ছাদনকারী করুবিম দশ আজ্ঞালিপি, অঙ্কুরিত আরনের দণ্ড এবং মান্নার সোনার পাত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে।

আচ্ছাদনকারী করুবেরা স্বর্গদূত; আর স্বর্গদূতেরা বার্তা ও বার্তাবাহক—উভয়েরই প্রতীক। লেবীয় পুস্তকের তেইশতম অধ্যায়ের আলফা বার্তা হলো সপ্তম দিনের বিশ্রামদিন, আর ওমেগা বার্তা হলো সপ্তম বৎসরের বিশ্রামবর্ষ। উভয়ই বার্তা; এবং সেগুলি উইলিয়াম মিলার ও মিলারাইটদের আলফা ও ওমেগা বার্তাও বটে: ১৭৯৮ সালে 'সাত কাল'-এর পরিপূর্তি ছিল সপ্তম বৎসরের বিশ্রামবর্ষের প্রতীক, আর ১৮৪৪ সালে ঈশ্বর তাঁর জাতিকে অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করালেন, যেখানে তারা সপ্তম দিনের বিশ্রামদিন আবিষ্কার করল। এই দুটি বিশ্রামদিনই লেবীয় পুস্তকের তেইশতম অধ্যায়ে প্রথম ও অন্তিম পবিত্র সমাবেশে, এবং পেন্তেকোষ্টের ঋতু উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে, যেমন সিন্দুকটি অবস্থান করেছিল দুই আচ্ছাদনকারী করুবের মধ্যে।

মন্দিরটি পরিমাপ করা হবে, এবং এতে অজাতিদের অর্পিত প্রাঙ্গণটিকে বাদ রাখাও অন্তর্ভুক্ত। রবিবার-আইনের সময় ঈশ্বরের গৃহের বিচার সমাপ্ত হয়, এবং অজাতিদের বিচার আরম্ভ হয়। অজাতিদের সময় ১৭৯৮ সালে, ১,২৬০ বছরের শেষে, সমাপ্ত হয়েছিল; এবং তিন দিন ও অর্ধেকের শেষে (১,২৬০-এর একটি প্রতীক), যোহনকে প্রাঙ্গণটি বাদ দিতে বলা হয়েছিল।

> আর আমাকে একটি দণ্ডের ন্যায় একখানা নল দেওয়া হল; এবং দূত দাঁড়িয়ে বললেন, উঠ, এবং ঈশ্বরের মন্দির, বেদী, ও তদ্ভিতরে উপাসনাকারীদের পরিমাপ কর। কিন্তু মন্দিরের বাহিরের প্রাঙ্গণটি বাদ দাও, এবং তা পরিমাপ করো না; কারণ তা অজাতীয়দের দেওয়া হয়েছে; এবং তারা বিয়াল্লিশ মাস পর্যন্ত পবিত্র নগরীকে পদদলিত করবে। প্রকাশিত বাক্য ১১:১, ২।

প্রাঙ্গণটি বাদ রেখে দিতে বলা হয়েছিল, কারণ সেটি অজাতীয়দের দেওয়া হয়েছিল, যারা তিন দিন ও অর্ধেককাল, অথবা বেয়াল্লিশ মাস ধরে সেটিকে পদদলিত করেছিল।

> আর তারা তলোয়ারের ধারেই পতিত হবে, এবং সকল জাতির মধ্যে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে; আর অইহুদীদের কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যিরূশালেম অইহুদীদের দ্বারা পদদলিত হবে। লূক ২১:২৪।

অন্যজাতিদের কাল ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণতা লাভ করেছিল, যখন দানিয়েল-গ্রন্থের সীল মোচন করা হয়েছিল।

> যিরূশালেমের মন্দিরে একটি নিচু প্রাচীর বহিঃপ্রাঙ্গণকে পবিত্র ভবনের অন্যান্য সব অংশ থেকে পৃথক করেছিল। এই প্রাচীরের উপর নানা ভাষায় এমন শিলালিপি ছিল, যাতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ইহূদী ছাড়া আর কেউ এই সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না। কোনো অন্যজাতি ব্যক্তি যদি অন্তঃবেষ্টনীতে প্রবেশ করার দুঃসাহস করত, তবে সে মন্দিরকে অপবিত্র করত, এবং এর শাস্তি হিসেবে তাকে প্রাণ দিতে হতো। কিন্তু যিশু, যিনি মন্দির ও তার সেবাকর্মের আদিপ্রবর্তক, মানবীয় সহানুভূতির বন্ধনে অন্যজাতিদের নিজের নিকটে টানলেন, আর তাঁর ঐশ্বরিক অনুগ্রহ তাদের সেই পরিত্রাণ এনে দিল, যা ইহূদীরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। The Desire of Ages, 194.

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ ১৮ জুলাই, ২০২০-র হতাশা থেকে সাড়ে তিন ভাববাদী দিন সমাপ্ত হলো। সেই সাড়ে তিন বছর ইঙ্গিত করে যে তখন এক ভাববাদী বার্তার মোহর ভাঙা হবে, এবং যে অন্যজাতিদের সময় পূর্ণ হলো, এবং সেটি মন্দির ও তদ্ভুক্ত উপাসকদের পরিমাপ থেকে বর্জিত হলো। পেন্তেকোষ্টের ঋতুতে যা পেন্তেকোষ্টের দিন ছিল, সেই রবিবারের আইনের সময়ে বিচার অন্যজাতিদের উপর অর্পিত হয়। যখন আমরা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দির পরিমাপ করতে গিয়ে অন্যজাতিদের সময়কে বাদ দিই, তখন আমরা পাই যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্তটাই মন্দির।

মন্দিরের সাক্ষ্য এই যে, এটি দুই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রথমে ভিত্তি, তারপর সেই প্রত্যাখ্যাত ভিত্তিপ্রস্তর আশ্চর্যভাবে কোণের প্রধান পাথরে পরিণত হলে মন্দিরকে সমাপ্ত বলে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম ফরমানের ইতিহাসে প্রাচীন ইস্রায়েল বাবেল থেকে বেরিয়ে এলে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, এবং দ্বিতীয় ফরমানের ইতিহাসে—কিন্তু তৃতীয় ফরমানের আগেই—মন্দির সমাপ্ত হয়েছিল। ভিত্তিগত পরীক্ষা ২০২৪ সালে সংঘটিত হয়েছে, এবং আমরা এখন মন্দির পরীক্ষায় আছি। সেই মন্দির পরীক্ষা তৃতীয় তথা লিটমাস পরীক্ষায় সমাপ্ত হয়, এবং মন্দির পরীক্ষা ঈশ্বরের লোকদেরকে মন্দির পরিমাপ করতে আবশ্যক করে।

লেবীয় পুস্তকের তেইশতম অধ্যায়ে উল্লিখিত মন্দির ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত উত্থাপিত হয়, এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের ভেতরেই কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর মোহর খোলা হলে যে তিনটি পরীক্ষা সর্বদা সংঘটিত হয়, তা প্রতীকায়িত হয়েছে। ঐ তিনটির শেষটি হল লিটমাস পরীক্ষা, যা এক্সিটার ক্যাম্প-মিটিং দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। সে সম্মেলনে আপনি হয় সেই তাঁবুর সভাগুলিতে অংশ নিতেন, যেখানে এল্ডার স্নো সত্য মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি দুইবার উপস্থাপন করেছিলেন, নয়তো ওয়াটারটাউন-তাঁবুতে আয়োজিত আবেগপ্রবণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ সভাগুলিতে যোগ দিতেন। সভাগুলি সমাপ্ত হলে, সত্য মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি জলোচ্ছ্বাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এক্সিটারই ছিল লিটমাস পরীক্ষা, এবং লিটমাস পরীক্ষা মোহরকরণকে প্রতিনিধিত্ব করে।

এক্সেটার শিবিরসভাটি খ্রিস্টের জেরুসালেমে বিজয়-প্রবেশ দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল, এবং যীশু যে গাধার পিঠে আরোহণ করেছিলেন, লাজারুস সেই গাধাটিকে নিয়ে চলেছিল। লাজারুসের মৃত্যু ছিল ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের হতাশা; তবে তিনিই খ্রিস্টের মুকুটস্বরূপ অলৌকিককর্ম এবং তাঁর ঈশ্বরত্বের "মোহর" ছিলেন।

> রোগশয্যার পাশে খ্রিস্ট উপস্থিত থাকলে, লাজার মরতেন না; কারণ লাজারের উপর শয়তানের কোনো ক্ষমতা থাকত না। জীবনদাতার উপস্থিতিতে মৃত্যু লাজারের দিকে তার বাণ তাক করতে পারত না। সেই কারণেই খ্রিস্ট দূরে রইলেন। তিনি শত্রুকে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অবকাশ দিলেন, যাতে তিনি তাকে পরাজিত শত্রু রূপে পশ্চাদপসারিত করতে পারেন। তিনি লাজারকে মৃত্যুর আধিপত্যের অধীনে যেতে অনুমতি দিলেন; এবং বেদনাগ্রস্ত বোনেরা তাঁদের ভাইকে সমাধিতে শায়িত হতে দেখলেন। খ্রিস্ট জানতেন যে, যখন তাঁরা তাঁদের মৃত ভ্রাতার মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন, তখন তাঁদের উদ্ধারকর্তার প্রতি তাঁদের বিশ্বাস কঠোরভাবে পরীক্ষিত হবে। কিন্তু তিনি জানতেন যে, যেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা এখন অতিক্রম করছেন, তার ফলেই তাঁদের বিশ্বাস বহুগুণ অধিক শক্তিতে দীপ্ত হয়ে উঠবে। তাঁরা যে প্রত্যেক শোকবেদনা সহ্য করছিলেন, তার প্রতিটিই তিনি সহ্য করলেন। তিনি বিলম্ব করেছিলেন বলে তাঁদের প্রতি তাঁর প্রেম

কোনো অংশেই হ্রাস পায়না; কিন্তু তিনি জানতেন যে তাঁদের জন্য, লাজারের জন্য, তাঁর নিজের জন্য, এবং তাঁর শিষ্যদের জন্য একটি বিজয় অর্জিত হওয়ার ছিল।

'তোমাদের কল্যাণার্থে,' 'যাতে তোমরা বিশ্বাস কর।' ঈশ্বরের পথপ্রদর্শক হস্তের স্পর্শ পেতে যাঁরা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তাঁদের জন্য চরম নিরুৎসাহের মুহূর্তটাই সেই সময় যখন ঐশী সহায়তা সর্বাধিক সন্নিকটে। তাঁরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের পথের অন্ধকারতম অংশটির দিকে ফিরে চেয়ে দেখেন। 'প্রভু ধার্মিকদের কীভাবে উদ্ধার করতে হয় তা জানেন,' ২ পিতর ২:৯। প্রত্যেককে প্রলোভন এবং প্রত্যেককে পরীক্ষার মধ্য থেকে তিনি তাঁদেরকে আরও দৃঢ় বিশ্বাস ও আরও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে বের করে আনেন।

খ্রিস্ট লাজারুসের কাছে আসতে দেরি করেছিলেন, যারা তাঁকে গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি করুণাময় একটি উদ্দেশ্যে। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে অপেক্ষা করলেন, যাতে লাজারুসকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করে তোলার মাধ্যমে তিনি তাঁর একগুঁয়ে, অবিশ্বাসী জাতিকে আরেকটি প্রমাণ দিতে পারেন যে তিনি সত্যিই 'পুনরুত্থান এবং জীবন'। ইসরায়েলের ঘরের দরিদ্র, পথহারা ভেড়োগণ—এই জনগণ সম্পর্কে সব আশা ছেড়ে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাদের অনুতাপহীনতার কারণে তাঁর হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল। তাঁর দয়ার কারণে তিনি সংকল্প করেছিলেন তাদের আরেকটি প্রমাণ দিতে যে তিনি হিচ্ছেন পুনরুদ্ধারকারী—একমাত্র তিনিই জীবন ও অমরত্বকে আলোর মধ্যে আনতে সক্ষম। এটি এমন এক প্রমাণ হওয়ার কথা ছিল, যেটি যাজকেরা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। বেথানিয়ায় যেতে তাঁর বিলম্বের এটাই ছিল কারণ। এই শীর্ষ অলৌকিক কাজ—লাজারুসকে জীবিত করে তোলা—তাঁর কাজের ওপর এবং তাঁর ঈশ্বরত্বের দাবির ওপর ঈশ্বরের সীলমোহর বসানোর জন্য ছিল। দ্য ডিজায়ার অব এজেস, ৫২৮, ৫২৯।

বিজয়-প্রবেশের সূচনা ঘটেছিল খ্রীষ্টের আরোহনের জন্য একটি গির্দভকে বাঁধনমুক্ত করার মাধ্যমেই।

আর তারা যখন যিরূশালেমের নিকটে এসে বেথফাগেতে, জলপাই পর্বতের কাছে, পৌঁছাল, তখন যীশু দুই শিষ্যকে পাঠালেন, তাঁদের বললেন, ‘তোমাদের সম্মুখে যে গ্রামটি আছে, সেখানে যাও; এবং সেখানে অবিলম্বে তোমরা বাঁধা একটি গাধা ও তার সঙ্গে একটি ছানা গাধা পাবে; সেগুলিকে খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো। আর যদি কেউ তোমাদের কিছু বলে, তবে তোমরা বলবে, “প্রভুর এগুলির প্রয়োজন আছে”; আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলি পাঠিয়ে দেবেন।’ এই সমস্তই ঘটল, যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে বলা বাক্যটি পরিপূর্ণ হয়: ‘সিয়োন-কন্যাকে বল, দেখ, তোমার রাজা নম্র হয়ে তোমার নিকটে আসছেন, তিনি গাধার উপর আরোহী, এবং গাধার ছানা—একটি বাচ্চা গাধা—এর উপর।’ তখন শিষ্যরা গিয়ে, যীশু তাঁদের যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে করল। মথি ২১:১-৬।

প্রথম হতাশার সময়ে এসে পৌঁছানো দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সঙ্গে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা যুক্ত হয়েছিল। খ্রিস্টের সময়ে সেই হতাশা ছিল লাজারুসের মৃত্যু, আর মিলারবাদীদের জন্য তা ছিল ১৮৪৩ সালের ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর হতাশা, যা ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল এসে উপস্থিত হয়েছিল। উভয় হতাশাই ২০২০ সালের ১৮ জুলাইকে প্রতিনিধিত্ব করে।

লেবীয় পুস্তকের তেইশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত পেন্টেকোস্তীয় ঋতুতে, লিটমাস পরীক্ষা তূরীর উৎসব, খ্রিস্টের স্বর্গারোহণ এবং প্রায়শ্চিত্তের দিবস—এই তিনবিধি পথচিহ্নের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব পায়। ঐ তিন ধাপ ভিত্তি ও মন্দিরের প্রথম দুটি পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত লিটমাস পরীক্ষাকেই প্রতিনিধিত্ব করে। ঐ তিন ধাপ পেন্টেকোস্তের রবিবার-বিধানের পাঁচ দিন আগে সংঘটিত হয় এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে পতাকা-রূপে

উচ্চে তোলা প্রতিনিধিত্ব করে। তারা যদি লিটমাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তবে তাদেরে উচ্চে তোলা হয়; যদি না হয়, তবে মিলারের স্বপ্নের জানালা দিয়ে তারা বাইরে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

সীলকরণের তৃতীয় পদক্ষেপে হলো প্রায়শ্চিত্তের দিন, এবং তা পাপ মোচনকে প্রতিফলিত করে। দ্বিতীয় পদক্ষেপে হলো মালাখির লেবীয়দের নিবেদনের উত্তোলন, এবং প্রথম পদক্ষেপে হলো তূর্যসমূহের বার্তা। ১৮৪৪ সাল থেকে মানবজাতি সপ্তম তূর্যের ধ্বনির ইতিহাসে বসবাস করে আসছে। সপ্তম তূর্যের বাহ্যিক বার্তা হলো ইসলামের তৃতীয় বিপদের বার্তা, আর সপ্তম তূর্যের অভ্যন্তরীণ বার্তা হলো খ্রিস্টের কার্য, যার দ্বারা তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মানবত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করেন।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে চালিয়ে যাব।

> নবীদের রচনাবলিতে এমন দৃশ্যাবলি চিত্রিত রয়েছে, যা প্রাচীনতার ধূসরতা সত্ত্বেও আমাদের নিকট নব উদ্ঘাটনের সতেজতা ও শক্তিতে প্রতীয়মান হয়। বিশ্বাসের দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে অতীত যুগে তাঁর প্রজাদের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যবহারের যে বিবরণাবলি, সেগুলি সংরক্ষিত হয়েছে, যাতে বর্তমানকালের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি আমাদের যে পাঠ শেখাতে ইচ্ছা করেন, আমরা তা অনুধাবন করতে পারি।
>
> আমরা যেহেতু খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালপর্বের তুলনায় কোনো অংশে কম তাৎপর্যপূর্ণ নয় এমন এক যুগে বসবাস করছি, খ্রিষ্টের প্রথম আগমনকালে বসবাসকারী ইহুদিরা যে ধরনের ভুল করেছিল, তদ্রূপ ভুল এড়াতে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক।
>
> ইহুদি নেতৃবৃন্দের ন্যায়—যাঁরা ক্রমান্বয়ে উপাসনার এক আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিলেন, যেখানে গৌণ বিষয়াবলীতে অতিরঞ্জিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল—কিছু মানুষ এখন এই প্রজন্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গুরুত্বপূর্ণ সত্যসমূহ উপেক্ষা করার এবং নতুন, বিচিত্র ও মোহনীয় বিষয়াবলীর অন্বেষণে লিপ্ত হওয়ার বিপদের মধ্যে রয়েছে।
>
> উচ্চ নীতি-আদর্শ লালন করা প্রয়োজন। যারা কল্পনাপ্রসূত ধারণা অনুসন্ধান করে ও সেগুলোর পক্ষসমর্থন করে, তারা অন্যদের শিক্ষা দিতে উদ্যোগ নেওয়ার পূর্বে সত্য কী, তা শেখানো আবশ্যক। মানুষ-প্রণীত তত্ত্ব ও অনুমানসমূহকে সত্যরূপে অন্বেষণ করা উচিত নয়।
>
> নীতির প্রতি ইস্পাতের ন্যায় অটল ও সত্যনিষ্ঠ বহুজন আছেন, এবং এঁরা সহায়তা ও আশীর্বাদ লাভ করবেন; কারণ তাঁরা দ্বারমণ্ডপ ও বেদীর মধ্যখানে ক্রন্দন করছেন, বলছেন, 'হে প্রভু, তোমার প্রজাদের রেহাই দাও, এবং তোমার উত্তরাধিকারকে অপমানে দিও না।' আমাদের অবশ্যই তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ভিত্তিগত নীতিসমূহকে স্পষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাসিত হতে দিতে হবে। আমাদের বিশ্বাসের মহত্তম স্তম্ভসমূহের উপর যত ভারই আরোপ করা যেতে পারে, তারা তা সর্বাংশেই ধারণ করবে।
>
> ভ্রান্তি, দিবাস্বপ্ন ও ভাবাবিষ্টতার এই যুগে আমাদের খ্রিস্টের মতবাদের প্রথম নীতিসমূহ শিখিতে হবে। আসুন, আমরা এমনভাবে চেষ্টা করি যাতে প্রেরিতের সঙ্গে বলতে পারি, 'যখন আমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের পরাক্রম ও আগমন তোমাদের জানাইলাম, তখন আমরা চতুরভাবে উদ্ভাবিত কল্পকাহিনির অনুসরণ করিনি।' প্রভু আমাদের উচ্চ ও মহৎ নীতিসমূহ অনুসরণ করতে আহ্বান করেন।

সত্য—অর্থাৎ বর্তমান সত্য—ঈশ্বরের বাক্য যেরূপে তাকে প্রতিপন্ন করে, ঠিক তাই-ই। প্রভু চান, তাঁর প্রজা যেন সকল অপ্রয়োজনীয়তা থেকে এবং যে-কোনো বিষয় যা রহস্যবাদিতার দিকে প্রবণ, তা থেকে নিজেদের দূরে রাখে। যাঁরা কল্পনাপ্রসূত, মনগড়া মতবাদে লিপ্ত হতে প্রলুব্ধ হন, তাঁরা স্বর্গীয় সত্যের শিলাখাদানে গভীর কূপ খনন করুন এবং সেই ধন অর্জন করুন, যা গ্রহণকারীর জন্য অনন্ত জীবনের অর্থ বহন করে। বাক্যে সর্বাধিক মূল্যবান সত্যসমূহ নিহিত আছে। এগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে অধ্যয়নকারীরাই আবিষ্কার করবেন; কারণ স্বর্গদূতগণ সেই অনুসন্ধানে পথনির্দেশ দেবেন।

এখন পৃথিবীতে বাসকারী লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করে, পৌল ঘোষণা করলেন: ‘সময় আসবে, যখন তারা সুস্থ উপদেশ সহ্য করবে না; বরং নিজেদের লালসার অনুসারে, কর্ণে চুলকানি নিয়ে, তারা নিজেদের জন্য বহু শিক্ষক সংগ্রহ করবে; এবং তারা সত্য থেকে তাদের কর্ণ ফিরিয়ে নেবে, এবং কল্পকথার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।’

কত তাৎপর্যপূর্ণ, কত আত্মা-উদ্দীপক, ছিল সেই আদেশ যা পল দিয়েছিলেন, যখন তিনি সুস্থ শিক্ষাকে সহ্য করবে না এমনদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: ‘অতএব আমি ঈশ্বরের এবং প্রভু যিশু খ্রিস্টের সম্মুখে তোমাকে আদেশ করছি, যিনি তাঁর আবির্ভাব ও তাঁর রাজ্যকালে জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন: বাক্য প্রচার কর; সময়ে ও অসময়ে প্রস্তুত থাক; সংশোধন কর, ভর্ত্সনা কর, সকল দীর্ঘসহিষ্ণুতা ও শিক্ষাসহ উপদেশ দাও।’

যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করে, তারা ধার্মিকতার সূর্যের আলোয় চলেন। তারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের পথ কলুষিত করে তাদের পরিত্রাতাকে অসম্মান করে না। তাদের উপর স্বর্গীয় আলো উদ্ভাসিত হয়। যখন তারা এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষের দিকে পৌঁছায়, তখন খ্রিস্ট সম্পর্কে এবং তাঁকে সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির বিষয়ে তাদের জ্ঞান বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তারা অসীম মূল্যবান; কারণ তারা তাঁর পুত্রের সঙ্গে ঐক্যে রয়েছে। তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য অতুল সৌন্দর্য ও মাধুর্যে ঋদ্ধ। তারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। সত্য তাদের কাছে উন্মোচিত হয়। অবতার-সিদ্ধান্ত স্নিগ্ধ আভায় আলোকিত হয়। তারা দেখে যে পবিত্র শাস্ত্রই সেই চাবি যা সকল রহস্য উন্মুক্ত করে এবং সকল জটিলতার সমাধান করে। যারা আলো গ্রহণ করতে এবং আলোর মধ্যে চলতে অনিচ্ছুক হয়েছে, তারা ধার্মিকতার রহস্য বুঝতে পারবে না; কিন্তু যারা ক্রুশ তুলে নিয়ে যীশুকে অনুসরণ করতে দ্বিধা করেনি, তারা ঈশ্বরের আলোয় আলো দেখবে। The Southern Watchman, ৪ এপ্রিল, ১৯০৫।